216

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 02 JAN 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

'মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়'

গতকাল (বৃহস্পতিবার) ইত্তেফাকে প্রকাশিত "ঢাকা ভার্সিটির আইন বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ"–শীর্ষক সংবাদ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত এক বক্তব্যে বলা হয়,

আইন বিভাগের (২য় পৃঃ দ্রঃ)

মেধা ও যোগ্যতা (১ম পৃঃ পর)

বেশ কয়েকটি প্রভাষকের পদ খালি থাকা সত্ত্বেও গত ছয় বছর ধরিয়া প্রভাষক নিয়োগের ব্যাপারে বিজ্ঞাপন দেওয়া বা অন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই। ইহা ছাড়া ঐ বিভাগের ৪ জন পার্ট টাইম শিক্ষক রহিয়াছেন যাহারা নিয়মিত ক্লাস নিতে পারেন না। ফলে এই বিভাগে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। সম্প্রতি বছরগুলিতে বহু তরুণ মেধাবী প্রার্থী আইন বিভাগে নিয়োগ লাভের জন্য ভিসির নিকট আবেদন করে। এই প্রেক্ষিতে বেশ কিছু মেধাবী প্রার্থীর প্রাপ্ত আবেদনপত্র ভিসি বিভাগীয় চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করিয়া তাহাদেরকে এডহক নিয়োগ দেওয়া যায় কিনা সে সম্পর্কে মতামত চান। চেয়ারম্যান বিভাগীয় সি এন্ড ডি কমিটির সভায় শূন্যপদ বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে আলোচনা করিয়া জানান যে, এডহকের পরিবর্তে যথাযথ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে শূন্যপদ পূরণ করা যাইতে পারে। এই সুপারিশের ভিত্তিতে গত জুলাই মাসে ৫টি পদ পূরণের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ফলে ২০টি আবেদনপত্র জমা পড়ে। এই প্রার্থীদের দরখাস্ত বাছাই তাহাদের যোগ্যতা সম্পর্কে মতামত দেওয়ার জন্য বিভাগে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ইহার পর দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ না নিয়া দরখাস্তগুলি বিভাগে ফেলিয়া রাখা হয়। ইতিমধ্যে বিভাগীয় চেয়ারম্যান পরিবর্তন হয় এবং নূতন চেয়ারম্যান আগের চেয়ারম্যানকে নিয়মবহির্ভূতভাবে বাদ দিয়া সিএন্ডডি কমিটি পুনর্গঠন করেন এবং ইহার সভা আহ্বান করেন। এই নূতন কমিটির সভায় পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত অর্থাৎ বিজ্ঞাপন দিয়া শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়। ফলে নূতন নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় চেয়ারম্যানকে একাধিকবার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় বিষয়টি সিন্ডিকেটে উত্থাপিত হয়। সিন্ডিকেট ৭ দিনের মধ্যে লেকচারার নিয়োগের পুরা নথি ফেরৎ দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করে। এই নথি প্রাপ্তির পর সিন্ডিকেটে প্রো-ভিসিকে নির্বাচনী বোর্ডের তারিখ ঘোষণা এবং সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে প্রার্থী বাছাই করার অনুরোধ জানায়। এতদনুযায়ী ৩০শে ডিসেম্বর সিলেকশন কমিটির সভা আহ্বান করা হয়। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় চেয়ারম্যান হাইকোর্টে রীট আবেদন পেশ করেন। ইহার প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের ২২শে ডিসেম্বর স্থগিতাদেশ জারি করা সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পত্রিকার খবর ও আবেদনকারীদের মারফত জানতে পারে। ইতিমধ্যে এই লেকচারার নিয়োগের ব্যাপারে সিলেকশন বোর্ডের সভা সংক্রান্ত হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ স্থগিত করার আবেদন জানাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এক রীট পিটিশন পেশ করিলে ২৯শে ডিসেম্বর সুপ্রীম কোর্টের এ্যাপিলেট ডিভিশন উক্ত আদেশ আগামী ৯ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত স্থগিত রাখার এবং উক্ত দিবসে শুনানির তারিখ ধার্য করিয়া এক আদেশ প্রদান করে। এই প্রেক্ষিতে উক্ত সিলেকশন বোর্ডের সভা পূর্ব নির্ধারিত তারিখেই যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয়।

সিলেকশন বোর্ডের সভা আহ্বানের ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের এ্যাপিলেট ডিভিশনের স্থগিতাদেশের ভিত্তিতে ২৯শে ডিসেম্বর, '৯৭ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় এবং তাহা দেশের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দৈনিকে ৩০শে ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়। ফলে আগ্রহী প্রার্থীদের প্রায় সকলেই সিলেকশন বোর্ডের সভায় হাজির হন। যাহারা হাজির হইতে পারেন নাই তাহাদের বেশ কয়েকজন বিদেশে অবস্থান করিতেছেন তবে তাহারা তারিখ সম্পর্কে অবগত ছিলেন ও তাহাদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের আবেদন বিবেচনা করার জন্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু লেকচারার নিয়োগের ক্ষেত্রে অনুপস্থিতিতে বিবেচনার কোন বিধান নাই। সিলেকশন বোর্ড প্রার্থী নির্বাচনের ব্যাপারে প্রার্থীদের রাজনৈতিক দলের আনুগত্য বিবেচনায় না আনিয়া মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

তড়িঘড়ি করিয়া নিয়োগ অনুমোদন দেওয়ার জন্য ৩১শে ডিসেম্বর সিন্ডিকেট সভা আহ্বান করা হইয়াছে বলিয়া যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাও সঠিক নহে। প্রতিবেদনে বর্তমান ভিসি সম্পর্কে একজন প্রবীণ শিক্ষকের বরাত দিয়া যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা তথ্যভিত্তিক নহে। কারণ শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে সিলেকশন বোর্ড সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এই ক্ষেত্রে ভিসির এককভাবে কিছুই করণীয় নাই। অনিয়ম বা দলীয়করণের প্রশ্নও সম্পূর্ণ অবান্তর।

মেধা ও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ না করিলে বিশ্ববিদ্যালয় অচিরেই মেধাশূন্য হইয়া পড়িবে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের সুযোগ না পাইয়া এই ধরনের বহু মেধাবী ও সম্ভাবনাময় প্রার্থী বিদেশে চলিয়া গিয়াছেন বা যাওয়ার কথা চিন্তা করিয়াছেন।